[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য রাজিব ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উটজেলায় ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিং থেকে এক প্রবাসি’র ৬৩ লাখ টাকা আৎসাত করার ঘটনায় কোটচাদপুর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) কোটচাঁদপুর থানায় ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র রিলেশনসীপ অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার জগদীশপুর গ্রামের মৃত কওসার আলী মণ্ডলের ছেলে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ সদস্য রাজিবুল কবির রাজিব তার ভাই মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী ঢাকা থেকে আসা তদন্ত দলের দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ব্যাংকটির ঝিনাইদহ শাখায় এ সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই বাছাই করেন। ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ শাখার ম্যানেজার সাইফুর রহমান জানান, ঢাকার তদন্ত দল নিবিড় ভাবে বিষয়টি তদন্ত করে কোটচাঁদপুর এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনেক গ্রাহকের টাকা লোপাট করার তথ্য পান এবং টাকা উদ্ধারের স্বার্থে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান রোকনের সঞ্চয়ী হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬ এবং মুনাফা সঞ্চায়ী দুটি হিসাব নং-১০৮২৭৪৪০০০০০৮ ও ১০৮২৭৪৪০০০০০৯ থেকে প্রায় ৬৩ লাখ টাকা গায়েব করেন রাজিব । বিষয়টি নিয়ে রোকনুজ্জামান ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকের সাবেক এজেন্ট মনিরুল ইসলাম (বর্তমান ঝিনাইদহ ডাচ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত) ও পরবর্তী এজেণ্ট তার ভাই রাজিবুল কবিরের বিরুদ্ধে এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা, ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে লিখিত অভিযোগ করলে বিষয়টি তদন্ত করে টাকা লোপাটের বিষয়টি ধরা পড়ে।

মামলার বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ব্যাং এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র অফিসার ও শাখা

ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। মামলায় দুইজনকে আসামী করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণের পর পুলিশ তদন্ত করে দাষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় ৪ জনের আত্ম*হত্যা

ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় একই দিনে ৪ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে একজন বিষপানে ও তিনজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

আত্মহত্যাকারীরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালী গ্রামের জলিল মন্ডলের ছেলে শমসের আলী(৬০), মহেশপুর উপজেলার মাটিলা বাগান পাড়ার মৃত হাবিবুর মন্ডলের ছেলে ওছমান মন্ডল(৪২) ও একই উপজেলার যুগিরহুদা গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে ইউছুপ আলী (৪২) ও শৈলকুপার পৌর এলাকার মুকুল চন্দ্র বাইনের ছেলে বিপ্লব বাইন (২২), পৃথক ৪টি ঘটনায় আত্মহত্যার খবর পেয়ে পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। পারিবারিক কলহের কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক এবং পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, মহেশপুর ও শৈলকুপায় পৃথক ঘটনায় ১জন বিষপান ও ৩জন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং তাদের লাশ ময়না তদন্ত শেষে তাদের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তানÍর করা হয়েছে। এঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথক ৪টি ইউডি মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিলুপ্ত গ্রামীণ খেলা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলার প্রতিযোগিতা।

বড় একটি বৃত্তের মধ্যে দাড়িয়ে আছে ৭ জন শিক্ষার্থী। তাদের থেকে একটু দুরে আরেটি বৃত্তে পৌঁছাতে হবে নির্ধারিত এক শিক্ষার্থীকে। কিন্তু তাকে বাঁধ সাধছে প্রতিপক্ষ আরও ৭ জন শিক্ষার্থী। বৃত্তের ভেতর অবস্থানকারী দলের একজন করে চি দিয়ে বৃত্তের বাইরের দলের সদস্যদের তাড়া করছে। প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে আউট হবে। এর মাঝে নির্ধারিত শিক্ষার্থী দুরের বৃত্তে পৌঁছাতে পারলে হবে একটি গেম। যার নাম বৌচি খেলা। অপরদিকে চলছে স্লো সাইকেল রেচ। যাতে অংশ নেয় অর্ধশত শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ অতিথিরা। নির্ধারিত দুরুত্বে সাইকেল থেকে পা না নামিয়ে সবার শেষে যেতে পারলে সে হচ্ছে প্রথম।

এমনই গ্রামীণ সব খেলার আয়োজন হয়ে গেলো ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পারদখলপুর কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। দিনভর এমন আয়োজনে অংশ নেয় শত শত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলায় অংশ নেয় শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী। সিনিয়র জুনিয়র দু’গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেয় তারা। একটি ঘর থেকে বের হয়ে ৩ টি বাধা অতিক্রম করে আবারো সেই ঘরে পৌছানোর উত্তেজনাপুর্ণ এই খেলা। হাত তালি দিয়ে এতে উৎসাহ দেন শত শত দর্শক।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয় নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নিতে পেরে ও খেলা দেখে অভিভুত শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর

শিক্ষার্থী মিম আক্তার জানান, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলা আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করছি। যা আমার খুব ভালো লাগছে।

পারদখলপুর গ্রামের বাসিন্দা আবুল কালাম জানান, অনেক দিনপর গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলা দেখার জন্য এখানে এসেছি। খেলাটি দেখে আমি অনেক আনন্দ উপভোগ করেছি। তাই এমন সুন্দর একটি আয়োজন করায় আয়োজকদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে আগামীতে এমন আয়োজন করবেন বলে আশা করি।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের আয়োজক মেজর (অব:) মাহফুজুর রহমান জানান, আলোকিত ও বিকশিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যেই আমার এই আয়োজন। আগামীতেও ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এ ধরণের আয়োজন পর্যায়ক্রমে করা হবে বলে জানান তিনি।

দিনভর অনুষ্ঠিত নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যানেল ঝিনাইদহ ভিশনের সম্পাদক ও আনন্দ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জাফিরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আক্তার হোসেন, দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সোনাতনপুর পুলিশ ফাড়ির ইনর্চাজ চঞ্চল হোসেনসহ শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

দিনভর আয়োজনের মধ্যে ছিলো দাঁড়িয়া বাধা, বৌচি, সুচে সুই পরানো, বালিশ বদল, দড়ির উপর লাফ, ভারসাম্য দৌড়, অঙ্কের দৌড়, দাবা খেলা, মোরগ লড়াইসহ নানা গ্রামীণ খেলায় অংশ নেয় কলিমউদ্দিন বিশ্বাস একাডেমিসহ ওই এলাকার ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। খেলা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও সামগ্রী বিতরণ

কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও তাদের মাঝে প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান করা হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) রে আয়োজনে ও ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন । এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন।

এ সময় ওই বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও প্রকল্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দরা।

কোটচাঁদপুরে রঙ্গিন ফুল কপির চাষ করে লাভবান কলেজ ছাত্র

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মুস্তাক হোসেন (২৫) । তিনি পড়াশোনা পাশাপাশি একজন সফল কৃষকও। রবি মৌসুম এলেই তিনি চিন্তা করেন বিরল জাতীয় কিছু চাষাবাদ করার। এ বছর নিজের জমিতে ২ হাজার রঙ্গিন ফুল কপি চাষ করে

এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার জমিতে হলুদ, বেগুনি ও সবুজ রংয়ের ফুলকপি দেখতে প্রতিদিনই মানুষ আসছেন। তাদের কেউ ফুলকপি কিনছেন, কেউ চাষের বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন।

রং বেরংয়ের ফুল কপি চাষ করে অনেক টাকা লাভবান হবেন বলে আশাবাদী কলেজ পড়ুয়া ছাত্র মুস্তাক হোসেন। রঙ্গিন কপি ভ্যালেনটিনা ও ক্যারোটিনা চাষাবাদে লাভবান হওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন এখানকার কৃষকরা। রঙিন ফুলকপি চাষ এটা যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্পসারন প্রকল্প ও নিরাপদ উচ্চমূল্য সজীব উৎপাদন উপজেলা কৃষি অফিসের প্রদর্শনী বলছেন কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির।

কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের শীবনগর গ্রামের মৃত আব্দুস সেলিম হোসেনের ছোট ছেলে মুস্তাক হোসেন তার ২০ শতক জমিতে এই প্রথম আবাদ করেছেন হলুদ, বেগুনী ও সবুজ রংয়ের ফুলকপি। ফলন আসা পর্যন্ত খরচ হয়েছে তার মাত্র ১৫ হাজার টাকা। চারা রোপনের ৮০ দিনের মাথায় বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠেছে রঙ্গিন এ ফুলকপি। এ কৃষক এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার টাকার ফুলকপি বিক্রি করেছেন। যে পরিমান ফুলকপি জমিতে রয়েছে সেগুলো বিক্রি করতে পারবে প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকার মত। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তার আয় হবে ৬৫ হাজার টাকা। এই কপি চাষে রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার না করায় এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এলাকাতে নতুন ফসল হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এটার চাহিদা অনেক বেশি। এলাকার মানুষ আগ্রহী হয়ে ভালো দাম দিয়ে খেত থেকেই এই ফুলকপি কিনে নিচ্ছেন। বাজারে নেওয়া মাত্রই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এসব রঙিন ফুলকপি। একেকটি ফুলকপি ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে এখানকার অনেক কৃষক অন্যান্য সবজির পাশাপাশি বাহারী রংয়ের ফুলকপি চাষ করবেন বলে ইচ্ছা পোষন করছেন। রঙ্গিন ফুল কপির বীজ পাওয়াটা সহজলভ্য হলে আগামীতে এর চাষাবাদা আরো বৃদ্ধি পাবে।

উপজেলা কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির বলেন, মুস্তাক হোসেন একজন ছাত্র হয়েও তার নিজের জমিতে সব সময় উন্নত জাতের কিছু একটা সবজি চাষ করে থাকেন। গত বছর এ জমিতেই বিভিন্ন সজীব চাষ করে লাভবান হয়েছেন। এ বছরও তিনি প্রথম বারের মত আবাদ করেছেন হলুদ আর বেগুনী ও সবুজ রংয়ের ফুল কপি। ফুল কপির চারা,সার,কীটনাশক সহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে কৃষি অফিস। অন্যান্য ফুল কপির তুলনায় এগুলো কালার ফুল হওয়াতে মানুষের কাছে এটা খুব আকর্ষনী এবং বাজারে এর চাহিদাও খুব বেশি। এ ফুলকপি পুষ্টিগুন মানসম্মত হওয়ায় এখানকার কৃষকরা ফুলকপি চাষাবাদে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠছে।

আমরা আশা করছি আগামী রবি মৌশুমে এর আবাদ আরো বৃদ্ধি পাবে। হলুদ,সবুজ ও বেগুনী রংয়ের এ ফুলকপিতে ভিটামিন আর ফলিগ এসিড থাকার কারণে এন্টি অক্সিজেনেরও কাজ করে শরীরে এবং এটা খুব পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ। যার কারণে এর চাহিদা বেশি। সকল প্রকার চাষিদের সার,বীজ সহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে নিয়মিত সহায়তা করছে কৃষি অফিস।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীকে জামিন নামঞ্জুর

নাশকতার মামলায় ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীকে জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজলে পাঠিয়েছে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদালতের বিচারক।

আজ সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদলতের বিচারক ফারুক আজম এ আদেশ দেন। মামলা নম্বর-৩৩৪/২৩। জেল হাজতে প্রেরনকারীরা হলো- ঝিনইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি বদরুদ্দোজা বাদশা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রুহুল আমিন পিকুল, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, জেলা ছাত্র দলের সহ-সভাপতি ইমরান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, মিলন ও বখতিয়ার মাহমুদ।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস জানান, জেলা বিএনপির ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীর নামে গায়েবী মামলা হয়। সেই মামলায় হাই কোর্ট থেকে জামিনে ছিলেন তারা। নিন্ম আদালতে জামিনের জন্য হাজির হলে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদালতের বিচারক ফারুক আজম জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিনত করতে হবে-জেলা প্রশাসক

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। তাই, স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিনত করা সম্ভব। এজন্য সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মী সহ সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১ টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আইনশৃংখলা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা, শিক্ষা ও দূর্নীতি বিরোধী সভায় জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী ও স্থানীয় সুধীজনদের সাথে মতবিনিময়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক আরো বলেন, গত ৭ জানুয়ারি অবাধ, সুষ্টভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ জেলার সকল সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি সহ আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি তিনি সকল দপ্তরেই পাঠিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনকালীন সময়ে ঝিনাইদহ-৪ কালীগঞ্জ আসনের এক স্বতন্ত্র প্রার্থী বিভিন্ন ভূয়া অভিযোগ করেছিল। সেই সময়ে অভিযোগটি নিয়ে জেলা প্রশাসন দুই জন ম্যাজিষ্টেট দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু তার অভিযোগটি ভূয়া প্রমানিত হওয়ায় ওই সময়ে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা করা হয়েছিল। সেটি এখনো চলমান এবং শাস্তির আওতায় আসবে। সর্বশেষ তিনি এ আসনে শান্তিপুর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন

করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ মতবিনিময়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবিবুল্লাহ হাবিব, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন ও সকল ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি. শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রধান ও উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের কর্মকর্তা সহ স্থানীয় সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

শৈকুপায় চাঞ্চল্যকর লাল্টু হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় পরকীয়া প্রেমের জের ধরে চাচা লাল্টু মোল্লাকে কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামী ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কাকুড়াডাঙ্গা গ্রামের ভাতিজা মোঃ মিরাজ মোল্লা
(২২) কে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।

গতকাল রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি আভিযানিক দল, হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামী মিরাজ মোল্লকে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনার সূত্রপাত থেকে জানা যায়, প্রায় ১ বছর আগে উপজেলার ১২ নং নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের কাকুড়াডাঙ্গা গ্রামের গ্যানো মোল্লার ছেলে ভিকটিম লাল্টু মোল্লা (৩৫) তার বড় ভাবি রিভা বেগমের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। এ ঘটনায় ওই পরিবারের মাঝে বিরোধ শুরু হয়। ভিকটিম লাল্টু দীর্ঘদিন আত্মগোপন থেকে সম্প্রতি বাড়িতে ফিরে আসে।

গত বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ভিকটিম লাল্টু বাজার থেকে বাড়ি ফিরার পথে বিলের ধারে একটি মাছের খামারের কাছে পৌঁছালে আসামী আসাদ ও মিরাজ পূর্বপরিকল্পিতভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে

এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। একপর্যায়ে গুরুতর আহত অবস্থায় লাল্টু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ভিকটিম এর মাতা গত ১ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার ইশতিয়াক হোসাইন জানান, শৈলকুপায় পরকীয়া প্রেমের জের ধরে চাচা লাল্টু মোল্লাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং উক্ত হত্যা মামলার প্রধান আসামীকে গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে যে, হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামী মিরাজ মোল্লা কুষ্টিয়া জেলার খোকসা এলাকায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৬ এর আভিযানিক দলটি কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামী ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কাকুড়াডাঙ্গা গ্রামের মিরাজ মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের বাজারে ভেজাল খেজুর গুড়ে সয়লাব

শীতের মৌসুমে খেজুর রসের গুড়, পাটালি দিয়ে পিঠা পায়েস খাওয়া ভোজনরসিক বাঙালির অভ্যাস বহু পুরাতন।

এছাড়া শীত মৌসুমে কাঁচা খেজুর রসের মজাই আলাদ, আর তা দিয়ে তৈরি হয় পায়েস, ভিজানো পিঠাসহ বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাবার। আর সেই সুযোগেই কিছু অসাধু গুড় ব্যাবসায়ীরা ঝিনাইদহ জুড়ে শুরু করেছে

চিনি, রং, সোডা আর ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশিয়ে গুড়, পাটালি তৈরির কাজ। ঝিনাইদহ জুড়ে এখন এ সব ভেজাল গুড়,পালটালির ছড়াছড়ি।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কেমিক্যাল দিয়ে গুড় তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শহর ও গ্রামীণ হাটবাজারে। অনুসন্ধানে জানাযায়, শীত মৌসুম টার্গেট করে রাজশাহী জেলা থেকে আসা একটি চক্র ঝিনাইদহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে খেজুর গাছ কেঁটে রস সংগ্রহ করার জন্য। অধিক লাভের আশায় মূলত তাঁরা রস জ্বালিয়ে গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চিনি ও রং দিয়ে তৈরি করে এসব খেজুরের গুড়।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শৈলকূপা উপজেলার সাপখোলা, রইড়া, আশুরহাট, সদর উপজেলার নরহরিদ্রাবাজার গোপালপুর, কোঁটচাদপুর উপজেলার ছাবদালপুর, বুলহর এলাকায় একাধিক ভেজাল গুড়ের কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে হরহামেশাই গুড়ের মধ্যে মেশানো হচ্ছে এসব কেমিক্যাল যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ভেজাল গুড়ের বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম জানান, কেমিক্যাল মেশানো সকল খাবারই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আর খেজুর গুড়ের মধ্যে রং মেশালে সেই গুড় খেলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, নানা রোগের জীবাণু এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে।

ভেজাল গুড়ের ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক নিশাদ মেহের জানান, খাবারে ভেজাল দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। আর খেজুর গুড়ের ভেজালের কথা আমরা কমবেশি শুনতে পায় খোঁজখবর নিয়ে দ্রুতই অভিযান পরিচালনা করা হবে।